মুক্তিযুদ্ধ - ২

Siddhartha

যৌথ বাহিনী (The Joint Forces)

- গঠন: ২১ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী ও ভারতের সেনাবাহিনী মিলে ‘যৌথ বাহিনী/ কমান্ড” গঠন করে
- ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে বলা হত: মিত্রবাহিনী
- মিত্রবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যৌথ যুদ্ধ করে: ৩-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১

ফিল্ড মার্শাল শ্যাম জামসেদজি মানকেশ

যৌথ কমান্ডের প্রধান ও ভারতের সেনাপ্রধান

জে এফ আর জ্যাকব

ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের চিফ অব স্টাফ

লে. জে জগজিৎ সিং অরোরা

যৌথ কমান্ডের অধিনায়ক ও
ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয়
কমান্ডার

৩ ডিসেম্বর

- পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা করে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

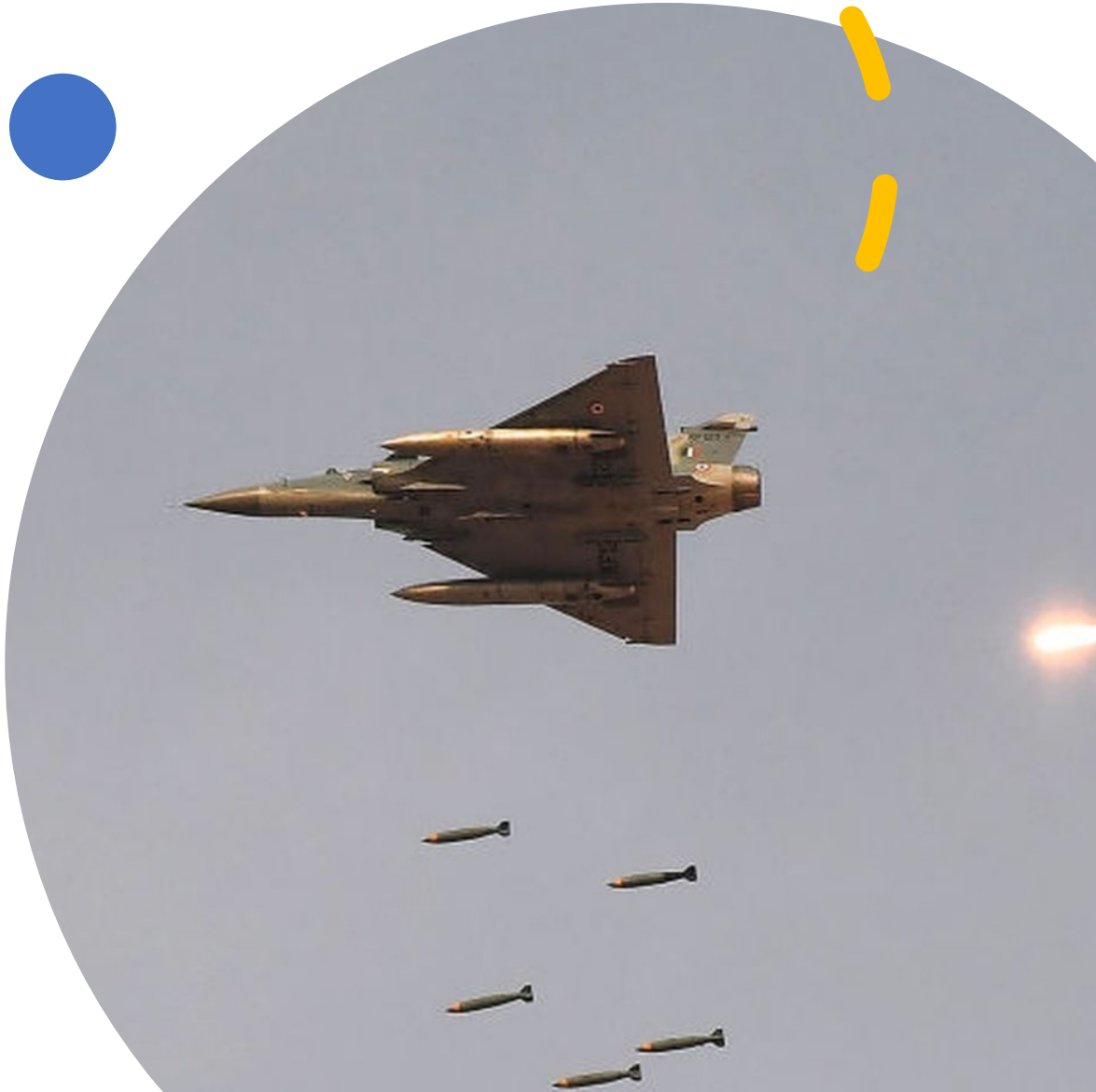

৪ ডিসেম্বর

- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানিয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে পত্র লেখেন
- নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সিনিয়র জর্জ বুশ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবের শিরোনাম দেওয়া হয় ‘পাক-ভারত যুদ্ধ’
- Uniting for Peace Resolution এর আলোকে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব সাধারণ পরিষদে যায়। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ভারত যুদ্ধ বিরতি প্রত্যাখ্যান করে

৬ ডিসেম্বর

- প্রথম জেলা হিসেবে যশোর হানাদার মুক্ত হয়।
- ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরেই ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- দু'বাহিনীর (বাংলাদেশ-ভারত) আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।

৬ ডিসেম্বর: প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা (যশোর)

সপ্তম নৌবহর

- যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে শক্তিশালী জাহাজগুলো নিয়ে সপ্তম নৌবহর গঠিত ছিল। পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার জন্য ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর নৌবহরটি বঙ্গোপসাগরে এসেছিল। সপ্তম নৌবহরের সবচেয়ে USS Enterprise। জাহাজটিতে ৭৫ টি জঙ্গি বিমান এবং পারমাণবিক বোমাও ছিল। কিন্তু সব চেষ্টায় ব্যর্থ হয়।
- সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল - ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগর থেকে।

১২ ডিসেম্বর

মেজর রাও ফরমান আলীর সভাপতিত্বে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা তৈরি করা হয়।

১৩ ডিসেম্বর

- যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়- ৩য় বার
- USSR- ৩ বারই ভেটো দেওয়ার কারণে যুদ্ধ বিরতি হয়নি।

১৪ ডিসেম্বর

পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক ও বাঙালি ডা. মালেক মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে রেডক্রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল

- পরিচয়: দেশের প্রথম পাঁচ তারকা হোটেল (যুদ্ধকালীন নিরপেক্ষ এলাকা)
- পূর্ব নাম: শেরাটন এবং রূপসী বাংলা
- অবস্থান: ১ নং মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা (প্রতিষ্ঠা: ১৯৬৬ সাল)
- ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে এটি ছিল: No War Zone বা নিরপেক্ষ স্থান
- নিরপেক্ষ স্থান হিসাবে ঘোষণা করে: International Red Cross

১৪ ডিসেম্বর

আল বদর ও আল শামস নামক দুটি ঘাতক বাহিনীর সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে।

১৪ ডিসেম্বরে শহিদ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীদের নাম

- জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
- ডাঃ ফজলে রাব্বি
- সুরকার আলতাফ মাহমুদ
- সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার
- সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা
- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
- সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী
- অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
- ডক্টর আলীম চৌধুরী
- ডক্টর সিরাজুল ইসলাম খান

মুক্তিযুদ্ধকালীন অপারেশন

- Operation Blitz: বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সামরিক শাসনে ফিরে যাওয়ার ষড়যন্ত্রই Operation Blitz।
- Operation Searchlight: পূর্ব পাকিস্তানে পাক সামরিক অভিযান।
- Operation Big Bird: বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানিদের হাতে বন্দি করার প্রক্রিয়ার নাম।
- Operation Jackpot: বঙ্গোপসাগরকে শত্রুমুক্ত করতে ১০নং সেক্টরের নৌবাহিনীর সদস্যরা যে অভিযান পরিচালনা করে তার সাংকেতিক নাম অপারেশন জ্যাকপট। পরিচিতি-"নৌ কমান্ডো পরিচালিত গেরিলা অপারেশন"।

- Operation Kilo Flight: নবগঠিত (৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১) বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রথম ইউনিটের নাম কিলো ফ্লাইট।
- Operation Close Door: মুক্তিযুদ্ধের সময় সারাদেশে মানুষের কাছে যে অবৈধ অস্ত্র ছিল তা জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান পরিচালিত হয় তা অপারেশন ক্লোজডোর নামে পরিচিত।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অপারেশন জ্যাকপটে নৌ-কমান্ডারদের আক্রমণের সাংকেতিক নির্দেশ দেয়া হতো – স্বাধীন বাংলা বেতারের গানে।

চূড়ান্ত বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

- চূড়ান্ত বিজয়: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৪ টা ৩১)
- স্থান: ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ: যৌথ বাহিনীর কাছে
- আত্মসমর্পণকারী সৈন্য: ৯১,৬৩৪ জন (প্রচলিত: ৯৩ হাজার)
- আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন: ২ জন। যথা- ১. যৌথ বাহিনীর পক্ষে: লে. জেনারেল জগজিৎ সিং আরোরা, ২. পাকিস্তানের পক্ষে: আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি
- বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন: এ.কে.খন্দকার

স্বাধীনতাকালীন সময়ে বাংলাদেশের জেলা ছিল- ১৯টি

স্বাধীনতাকালীন বাংলাদেশের বৃহত্তর ১৯টি জেলার মধ্যে প্রথম শত্রুমুক্ত হয়- যশোর (৬ ডিসে.)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম যে এলাকা মুক্ত হয় – যশোর ও সিলেট।

বাংলাদেশের বিজয় দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয় - ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ সালে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয় - ২৬ মার্চ ২০২১ সালে।

কলকাতায় মিশনের প্রধান ছিলেন হোসেন আলী, দিল্লীর প্রধান ছিলেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রধান ছিলেন এম আর সিদ্দিকী।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তাঞ্চল থেকে প্রকাশিত পত্রিকার নাম- 'জয় বাংলা '(উপদেষ্টা ছিলেন - প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ দূতাবাসের হাই কমিশনার ছিলেন - বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (বহিঃর্বিশ্বে সরকারের বিশেষ দূত)

সিমলা চুক্তি

স্বাক্ষর – ১৯৭২ সালের ২ জুলাই

স্বাক্ষরকারী – পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী

বিষয়বস্তু – যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি ও ভারত পাকিস্তান সম্পর্ক পুনরায় স্বাভাবিক করা

চুক্তি কার্যকর – ১৯৭২ সালের ৪ আগস্ট

বাংলাদেশ থেকে ভারতের সেনা প্রত্যাহার

১৯৭২ সালে ১২ই মার্চ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার শুরু

১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ সৈন্য প্রত্যাহার শেষ

মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব

এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকারের নেতৃত্বে কমিটি দ্বারা নিরীক্ষা করে খেতাবের জন্য সুপারিশ করা হয়।

১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ – প্রতিরক্ষামন্ত্রী খেতাব তালিকায় স্বাক্ষর করেন

১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ – সরকারি গেজেটের মাধ্যমে খেতাব প্রদান করা হয়।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সালের গেজেট অনুযায়ী খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন ৬৭৬ জন।

মুক্তিযুদ্ধে সম্মানসূচক খেতাব

বীরশ্রেষ্ঠ : ৭ জন

বীর-উত্তম : ৬৮ জন

বীরবিক্রম : ১৭৫ জন

বীরপ্রতীক : ৪২৬ জন

১৯৯২ সালের
১৫ ডিসেম্বর

জাতীয়ভাবে বীরত্বসূচক খেতাবপ্রাপ্তদের পদক ও রিবন প্রদান করা হয়।

খেতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে

- সেনাবাহিনী: ২৮৮ জন
- নৌবাহিনী: ২৪ জন
- বিমানবাহিনী: ২১ জন

বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে

- ৩ জন সেনাবাহিনীর,
- ১ জন নৌবাহিনীর,
- ১ বিমানবাহিনীর
- ২ জন ইপিআর এর

সংক্ষেপে ৭ জন বীরশ্রেষ্ঠ

১৯৭১ সালে শহিদ হওয়ার তারিখ	নাম	জন্ম	সেক্টর	সমাহিত
৮ এপ্রিল	ল্যান্সনায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	ফরিদপুর	১ নং	নানিয়ার চর, রাঙামাটি
১৮ এপ্রিল	সিপাহী মোস্তফা কামাল	ভোলা	২ নং	ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২০ আগস্ট	ফ্লাইট ল্যাফঃ মতিউর রহমান	ঢাকা। পৈত্রিক নিবাস: নরসিংদী		প্রথমে করাচির মাশরুর বিমান ঘাটি পরে মিরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থান (২০০৬)
৫ সেপ্টেম্বর	ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	নড়াইল	৮ নং	যশোরের শার্শা উপজেলা
২৮ অক্টোবর	সিপাহী মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	ঝিনাইদহ	৪ নং	প্রথমে ভারতের ত্রিপুরায়। পরে মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান (২০০৭)
১০ ডিসেম্বর	স্কোয়াড্রন ইঞ্জিঃ রুহুল আমীন	নোয়াখালী	১০ নং	রূপসা, খুলনা
১৪ ডিসেম্বর	ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাংগীর	বরিশাল	৭ নং	চাঁপাইনবাবগঞ্জ

আজ হাজারো মোম এর নূর জ্বলে।

সেক্টর :-

১,৪,৭,১০,২,০,৮

- আব্দুর রউফ (১)
- হা= হামিদুর রহমান (৪)
- জা= জাহাঙ্গীর(৭)
- রো= রুহুল আমিন(১০)
- মো= মোস্তফা কামাল (২)
- ম= মতিউর রহমান (০-কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেননি)
- নূ= নূর মোহাম্মদ (৮)

মোহাম্মদ নূর হোসেন ২৪৭৮১ টাকা নিয়ে মরুতে চলে গেল

- মো - সিপাহী মোস্তফা কামাল (২ নং সেক্টর)
- হা - সিপাহী হামিদুর রহমান (৪ নং সেক্টর)
- ম - ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (৭ নং সেক্টর)

সেনা

- নূ - ল্যান্সনায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ (৮ নং সেক্টর)
- র - ল্যান্সনায়েক মুন্সী আবদুর রউফ (১ নং সেক্টর)

ইপিআর

- ম -ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান (কোনো সেক্টরে যুদ্ধ করেননি)→বিমান বাহিনী
- রু - ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন (১০ নং সেক্টর)→নৌ বাহিনী

১ম ও শেষ শহিদ

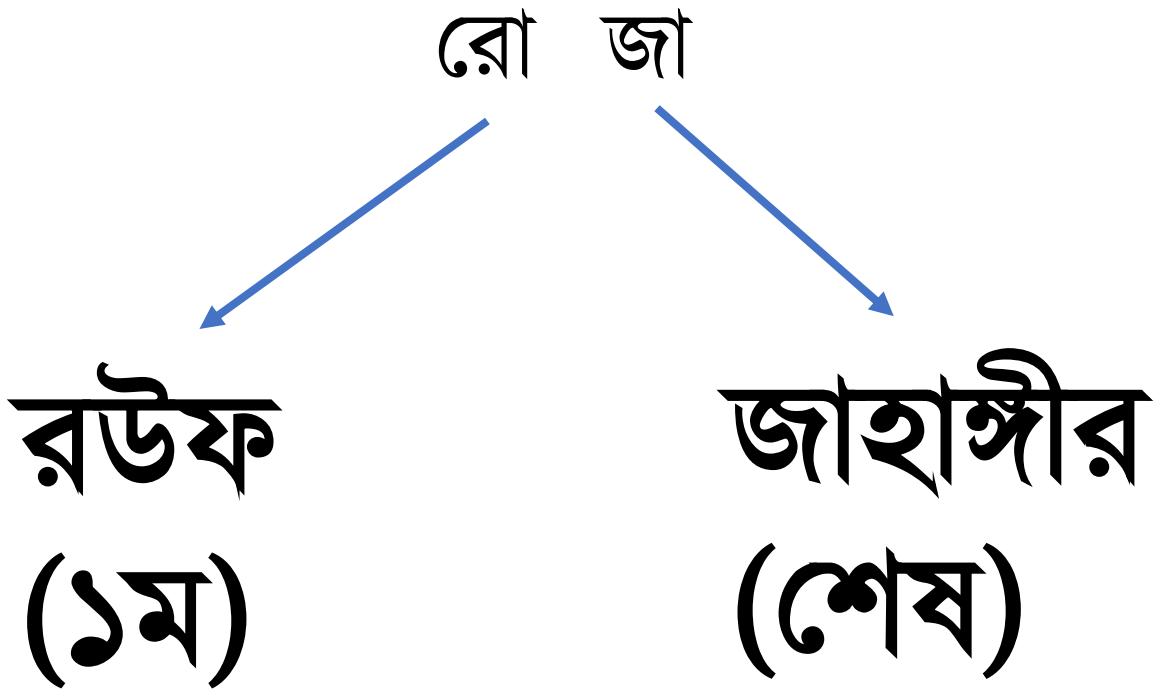

মুন্সি আব্দুর রউফ

- জন্মস্থান: ফরিদপুর
- জন্ম তারিখ: ১ মে, ১৯৪৩
- পদবি: ল্যান্স নায়েক, কর্মস্থল: ইপিআর
- সেক্টর: ১ নং
- শহিদ হন: ৮ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে
- **শহিদ হওয়ার স্থান ও সমাধি: নানিয়ারচর, রাঙামাটি**

মোঃ মোস্তফা কামাল

- জন্মস্থান: ভোলা
- জন্ম তারিখ: ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৭
- পদবি: সিপাহী, কর্মস্থল: সেনাবাহিনী
- সেক্টর: ২ নং
- শহিদ হন: ১৮ এপ্রিল ১৯৭১
- শহিদ হওয়ার স্থান ও সমাধি: ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে

মতিউর রহমান

- জন্মস্থান: নরসিংদী
- জন্ম তারিখ: ২৯ অক্টোবর, ১৯৪১
- পদবি: ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট, কর্মস্থল: বিমানবাহিনী
- শহিদ হন: ২০ আগস্ট, ১৯৭১
- **শহিদ হওয়ার স্থান: ভারত সীমান্তের বিন্দা গ্রামে**
- **সমাধি: প্রথমে করাচি মাশরুর বিমান ঘাটি। পরে** মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান (২০০৬)

অস্তিত্বে আমার দেশ (মতিউর রহমানের জীবনী ও আত্মত্যাগের কাহিনি)

- অস্তিত্বে আমার দেশ ২০০৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি **চলচ্চিত্র**। চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করেন খিজির হায়াত খান ও মিলি **রহমান**। বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন **মতিউর রহমানের** জীবনী ও আত্মত্যাগের কাহিনি **নিয়ে** চলচ্চিত্রটি **নির্মাণ** করা হয়।

নূর মোহাম্মদ শেখ

- জন্মস্থান: নড়াইল
- জন্ম তারিখ: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬
- পদবি: ল্যান্স নায়েক, কর্মস্থল: ইপিআর
- সেক্টর: ৮ নং
- শহিদ হন: ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
- **শহিদ হওয়ার স্থান ও সমাধি**: যশোর এর শার্শা উপজেলা

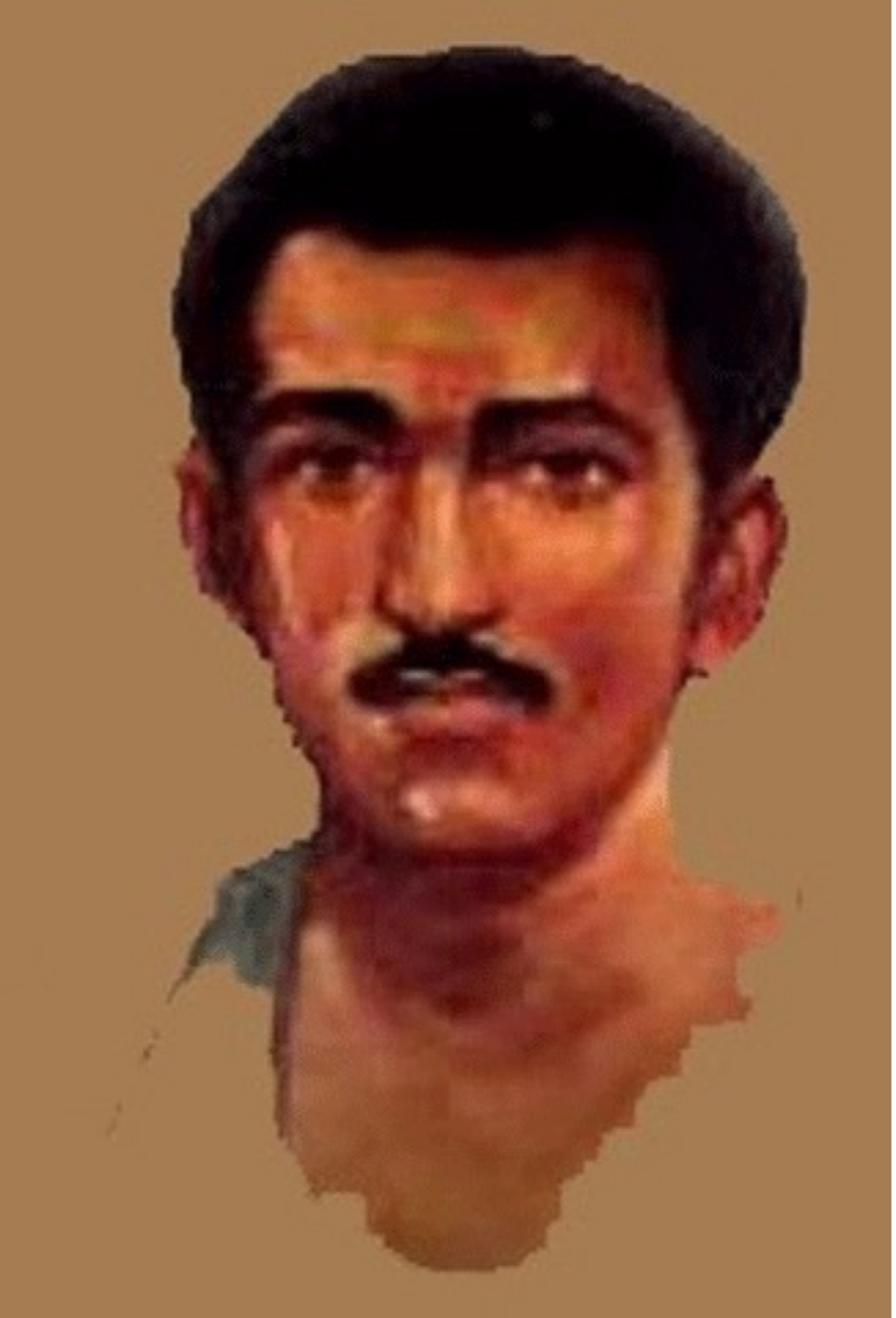

হামিদুর রহমান

- জন্মস্থান: ঝিনাইদহ
- জন্ম: ০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
- পদবি: সিপাহী, কর্মস্থল: সেনাবাহিনী
- সেক্টর: ৪ নং
- শহিদ হন: ২৮ অক্টোবর ১৯৭১
- **শহিদ হওয়ার স্থান: মৌলভীবাজার**
- সমাধি: **প্রথমে ভারতের ত্রিপুরায়। পরে** মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান (২০০৭)

রুহুল আমীন

- জন্মস্থান: নোয়াখালী
- জন্ম: ১৯৩৪
- পদবি: স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার
- কর্মস্থল: নৌবাহিনী
- সেক্টর: প্রথমে ২ নং পরে নৌবাহিনীদের নিয়ে গঠিত ১০ নং সেক্টরে
- শহিদ হন: ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- **শহিদ হওয়ার স্থান ও সমাধি:** খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে।
- রাজাকারের দল বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

- জন্মস্থান: বরিশাল
- জন্ম: ৭ মার্চ, ১৯৪৯
- পদবি: ক্যাপ্টেন কর্মস্থল: সেনাবাহিনী
- সেক্টর: ৭ নং
- শহিদ হন: ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১
- **শহিদ হওয়ার স্থান ও সমাধি:** চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে

বীর উত্তম

- প্রথম খেতাবপ্রাপ্ত – মেজর জেনারেল আব্দুর রব
- জিয়াউর রহমান – ৩নং বীর উত্তম

- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের জন্য বীর উত্তম খেতাবপ্রাপ্ত যোদ্ধা ৬৮ জন। কিন্তু বর্তমানে মোট বীর উত্তম (৬৮+১) = ৬৯ জন।
- সর্বশেষ বীর উত্তম - বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জামিল উদ্দিন আহমেদ (কর্নেল জামিল হিসেবে পরিচিত)।
- ১৯৭৫-এর অভ্যুত্থানের সময় বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হওয়া বিগ্রেডিয়ার জেনারেল জামিলকে বীর উত্তম খেতাব দেয়া হয় ১৫ এপ্রিল ২০১০ সালে।

বীরপ্রতীক

- প্রথম – বিগ্রেডিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন
- মহিলা বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ২ জন, তারামন বিবি (১১ নম্বর সেক্টর), ড. সেতারা বেগম (২ নম্বর সেক্টর)

মোছাম্মৎ তারামন বিবি

- তারামন বিবি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তাঁর জন্ম কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলার কাচারী পাড়া গ্রামে, ১৯৫৭ সালে। তারামন বিবিকে নিয়ে আনিসুল হক-এর লেখা বই ‘বীরপ্রতীকের খোঁজে’। তারামন বিবি মারা যান মৃত্যু- ২০১৮ সালে।

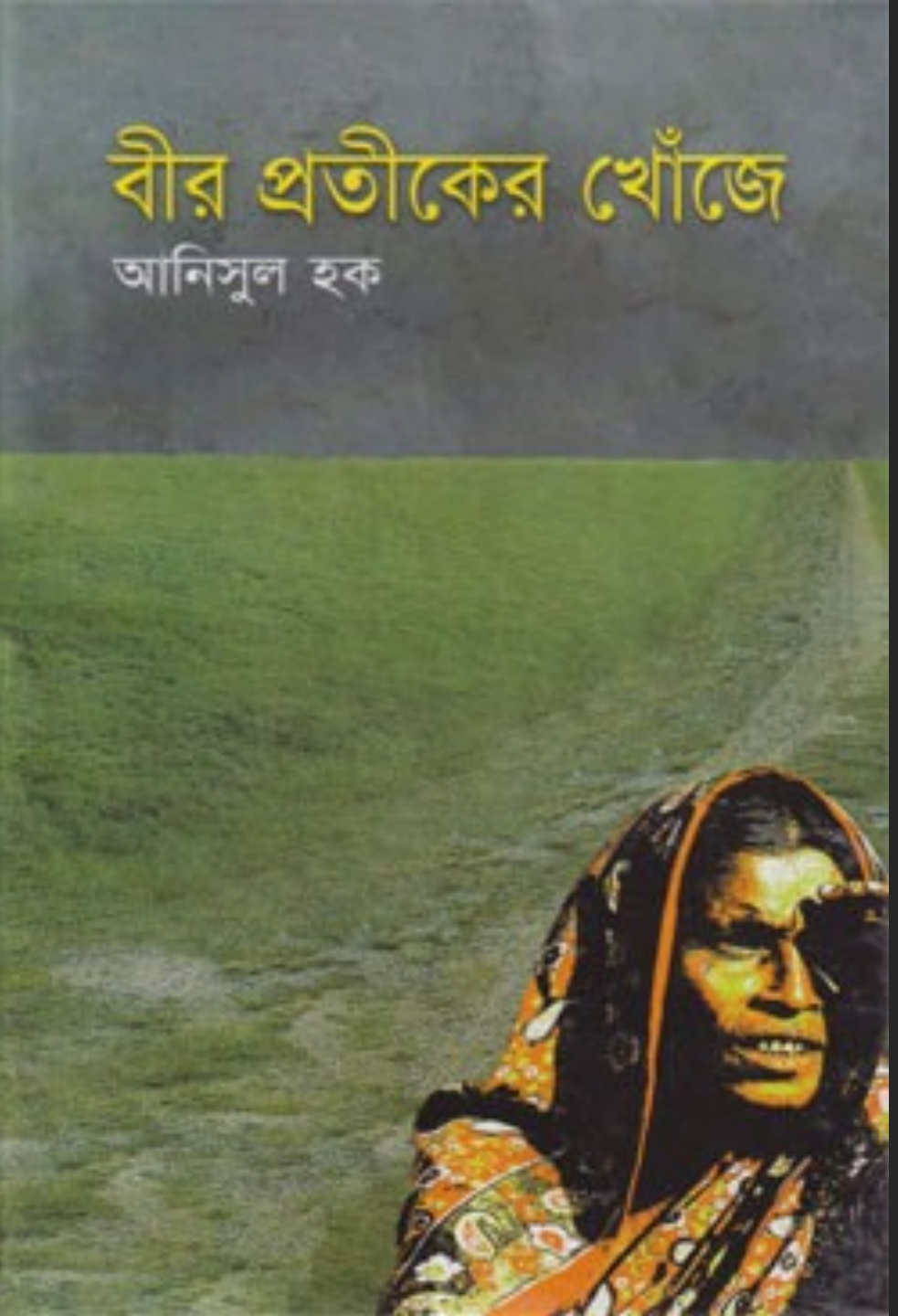

তারামন বিবিকে নিয়ে আনিসুল হক-এর লেখা বই ‘বীরপ্রতীকের খোঁজে’।

ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম (DMC K-22)

- সর্বপ্রথম নারী বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ডা. সেতারা বেগম যুদ্ধ করেন ২নং সেক্টরে।
- জন্ম: ১৯৪৬ সালে কিশোরগঞ্জ।

কাঁকন বিবি

- মুক্তিযুদ্ধে বীরযোদ্ধা, বীরাঙ্গনা ও গুপ্তচর - কাঁকন বিবি
- খাসিয়া সম্প্রদায়ে জন্ম।
- আসল নাম কাকন হেইঞ্জিতা

কাঁকন বিবি

- মুক্তিবেটি নামে পরিচিত কাঁকন বিবিকে ‘বীর প্রতীক’ উপাধি দেয়া হয়- ১৯৯৬ সালে। তবে এ বিষয়ে সরকারি ভাবে কোন গ্যাজেট প্রকাশিত হয়নি। তিনি খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিবাহিনীর হয়ে ৫ নং সেক্টরের গুপ্তচরের কাজ করেন। তাঁর বাড়ি সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায়। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ২০১৮ সালে।

স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বীরাঙ্গনার সংখ্যা: ৫০৪ জন

- ২০১৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সরকার বীরাঙ্গনা দের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১ম স্বীকৃতি প্রদান করে।

ইউ কে চিং মারমা

- পরিচয়: মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত উপজাতি মুক্তিযোদ্ধা ।
- জন্ম: বান্দরবান জেলায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ইপিআর এর সদস্য হিসেবে ৬নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন পাকিস্তানের জাতীয় দলের হকি খেলোয়াড়।

বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা - ডব্লিউএস ওয়াডারল্যান্ড।

ডব্লিউএস ওয়াডারল্যান্ড

- অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক; কিন্তু জন্মস্থান নেদারল্যান্ড। বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক। ২০০১ সালের ১৮ মে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তখন ছিলেন বাংলাদেশে Bata কোম্পানির দায়িত্বে। পাকিস্তানীদের অত্যাচারের মাত্রা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। গোপনে বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন।
- মুক্তিযুদ্ধে অবদান: ২নং সেক্টরে গণবাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করেন এবং পাকিস্তানি Baloch Regimentএর সাথে সম্পর্ক গড়ে গোপন তথ্য ২ নং সেক্টরের এটিএম হায়দারকে প্রদান করতেন।

- সর্বকনিষ্ঠ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা শহীদুল ইসলাম লালু (বীরপ্রতীক)
- তিনি যুদ্ধ করেন ১১ নং সেক্টরে।

দেশের ১ম যুদ্ধ শিশু –

মেরিনা খাতুন

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের অবদান

সাইমন ড্রিং- তিনি ব্রিটিশ "ডেইলি টেলিগ্রাফ" এর সাংবাদিক ছিলেন। **বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করেন**। তাকে ২০১২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদান করা হয়। তিনি ২০২১ সালে রোমানিয়ায় মারা যান।

অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস- পাকিস্তানের মর্নিং নিউজ পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন। তিনি লন্ডনে 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের দ্বারা গণহত্যার খবর প্রকাশ করেন। **মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তার দুইটি বই**- The rape of Bangladesh এবং Bangladesh: A legacy of Blood.

- **এলেন গিন্সবার্গ (মার্কিন কবি):** ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ কলকাতা যশোর ফেরার পথে সীমান্তবর্তী শরণার্থী শিবিরগুলোতে বসবাসকারী উদ্বাস্তুদের দুর্দশা দেখেন এবং আমেরিকায় ফিরে মুক্তিযুদ্ধে অর্থ সংগ্রহের জন্যে কবিতা পাঠের আয়োজন করেন। তাঁর লেখা কবিতা September on Jessore Road। কবিতাটি "নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

- **আর্চার কেন্ট ব্লাড (বাংলাদেশে নিযুক্ত একজন আমেরিকান কূটনীতিক):** মুক্তিযুদ্ধকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কনসাল জেনারেল। যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে তৎকালীন চলমান নৃশংসতা বন্ধে ব্যর্থ হওয়ায় কঠোর ভাষায় টেলিগ্রাম বার্তা পাঠান যা ব্লাড টেলিগ্রাম নামে পরিচিত। The Cruel Birth of Bangladesh - Memoirs of an American Diplomat (২০০২) গ্রন্থে গণহত্যার কথা উল্লেখ করেন।

- **রবি শংকর (ভারতীয় সেতারবাদক):** মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্যে Concert for Bangladesh এর আয়োজন করেন।
- **জুলিয়ান ফ্রান্সিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক):** ১৯৭১ সালে ভারতে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়া বাংলাদেশিদের সাহায্য করেন। ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার Friends of Liberation War Honor পদকে ভূষিত করে। ২৩ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করেন।
- **জর্জ হ্যারিসন (মার্কিন নাগরিক):** বিটলস ব্যান্ডের লিড গিটারবাদক। Concert for Bangladesh এর প্রধান শিল্পী ছিলেন। জর্জ হ্যারিসন রবি শঙ্করের আহবানে কনসার্ট ফর বাংলাদেশে যোগদান করেছিলেন।

- **জ্যা কুয়ে (ফ্রান্স):** ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্যারিসের আর্লি বিমানবন্দরে বাংলাদেশের জন্য জ্যা কুয়ে যাত্রীসহ বিমান ছিনতাই করেছিলেন। বিমানটি মুক্তি দেবার শর্ত দেওয়া হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য ২০ টন ওষুধ ওই বিমানে তুলে দিতে হবে, তাহলেই কেবল মুক্তি পাবে বিমানের সব যাত্রী। এই ঘটনা নিয়ে '১৯৭১ এবং কুয়ে' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে।

- **অদ্রে মালরোঃ** ফ্রান্সের সাহিত্যিক। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত তৈরীতে ভূমিকা রাখেন। তার এই অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননায়' ভূষিত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মালরো বাংলাদেশ সফর করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মালরোকে সাম্মানিক ডিলিট উপাধি প্রদান করে। ২০১৫ সালে তার স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মালরো গার্ডেন' উদ্বোধন করা হয়।

Concert for Bangladesh

- তারিখ: ১লা আগস্ট, ১৯৭১
- স্থান: নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার
- ব্যান্ডদল: দ্যা বিটলস
- প্রতিষ্ঠাতা: জর্জ হ্যারিসন ও রবি শঙ্কর
- উদ্দেশ্য: বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করা
- সহায়ক শিল্পী: বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রিস্টন, লিয়ন রাসেল, ব্যাড ফিঙ্গার এবং রিঙ্গো রকস্টার।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' অনুষ্ঠিত হয়: ৬ মে, ২০২২।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা

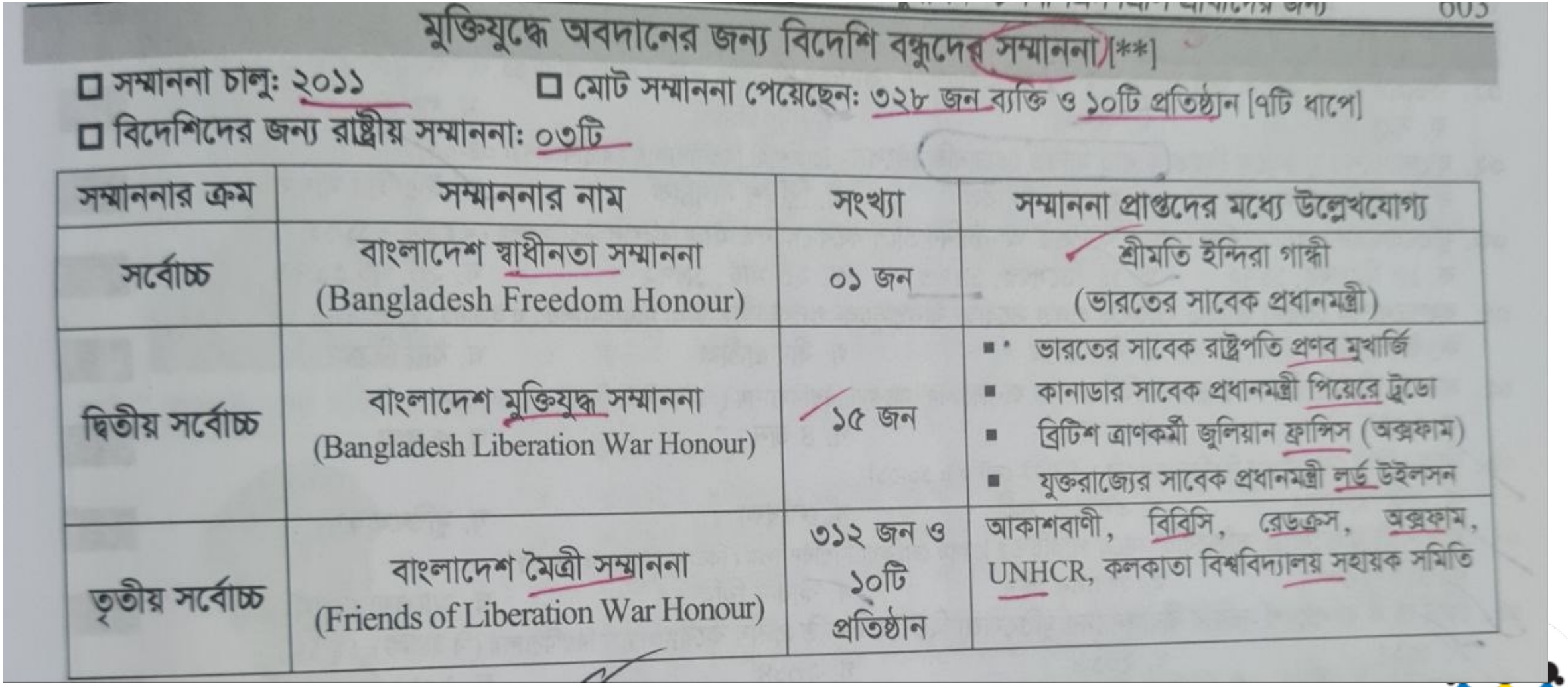

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা [**]

- সম্মাননা চালু: ২০১১
- মোট সম্মাননা পেয়েছেন: ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০টি প্রতিষ্ঠান [৭টি ধাপে]
- বিদেশিদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মাননা: ০৩টি

সম্মাননার ক্রম	সম্মাননার নাম	সংখ্যা	সম্মাননা প্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য
সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা (Bangladesh Freedom Honour)	০১ জন	শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী (ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী)
দ্বিতীয় সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (Bangladesh Liberation War Honour)	১৫ জন	▪ ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জি ▪ কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো ▪ ব্রিটিশ ত্রাণকর্মী জুলিয়ান ফ্রান্সিস (অক্সফাম) ▪ যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লর্ড উইলসন
তৃতীয় সর্বোচ্চ	বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা (Friends of Liberation War Honour)	৩১২ জন ও ১০টি প্রতিষ্ঠান	আকাশবাণী, বিবিসি, রেডক্রস, অক্সফাম, UNHCR, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহায়ক সমিতি

মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা

- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল- ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- অস্ত্র, সেনা ও সমর্থন দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল – ভারত।
- অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল – বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ না পেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে যে রাষ্ট্র ভেটো দিয়েছিল- চীন।
- মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্র যে নৌবহর প্রেরণ করেছিল- সপ্তম নৌবহর।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

	ভারত	সোভিয়েত ইউনিয়ন	যুক্তরাজ্য	যুক্তরাষ্ট্র	জাতিসংঘ
প্রেসিডেন্ট	ভিভিগিরি	নিকোলাই পদগর্নি		রিচার্ড নিক্সন	উ থান্ট (মহাসচিব)
প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী	আলেক্সাই কোসিগিন	এডওয়ার্ড হিথ		
			পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স	
			নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার	

মুজিব বাহিনী

- এই বাহিনী অস্থায়ী মুজিব নগর সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল। একই সঙ্গে এই বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সেনাপতি জেনারেল অরোরার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল।
- এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল সুজন সিং উবান। তার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেরাদুন পাহাড় এলাকায় এই বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

মুজিব বাহিনী

- মুজিব বাহিনী হলো মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামীলীগ ও এর ছাত্রসংগঠনের কর্মীদের নিয়ে গঠিত বাহিনীর নাম। প্রায় পাঁচ হাজার সদস্যের এ বাহিনীকে চারটি সেক্টরে ভাগ করা হয়।
- প্রতিষ্ঠা: ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষের দিকে।
- প্রতিষ্ঠাতা: শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, সিরাজুল আলম খান। শেখ ফজলুল হক মনি মুজিব বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মুজিব ব্যাটারি

- স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ভারতের ত্রিপুরার কোনাবানে গঠিত **সেনাবাহিনীর প্রথম গোলন্দাজ ইউনিট**। 'কে ফোর্স' গঠিত হলে মুজিব ব্যাটারিকে 'কে ফোর্সের' সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সামরিক জাদুঘরে মুজিব ব্যাটারির ছয়টি কামানসহ 'মুজিব ব্যাটারি কর্নার' উদ্বোধন করা হয় এবং সর্বসাধারণের জন্য তা উন্মুক্ত করা হয়।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আগস্টের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা গোলন্দাজ বাহিনীর ৮০ জন বাঙালী সদস্যকে নিয়ে ত্রিপুরায় এই বাহিনী গঠিত হয়।
- মুজিব ব্যাটারি বাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত হয় ইতালীয় হাউইটজার বা ক্ষুদ্র কামান; যা এখন বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

ক্র্যাক প্লাটুন

- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে ঢাকা শহরে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনাকারী একদল তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের ২সেক্টরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সংগঠিত দল ছিলো 'ক্র্যাক প্লাটুন'। এই দলটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ‘হিট এন্ড রান’ পদ্ধতিতে অসংখ্য আক্রমণ পরিচালনা করে। এই দুঃসাহসী তরুণেরা ১৯৭১ সালের ৯ জুন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে সরাসরি ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে গ্রেনেড হামলা করে কয়েকজনকে হত্যা করলে খালেদ মোশাররফ (বীর উত্তম) বলেন, “দিজ অল আর ক্র্যাক পিপল”!

ক্র্যাক প্লাটুন

- এই বাহিনীর সদস্যরা ভারতের মেলাঘর প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরে তারা মোট ৮২টি অপারেশন পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ আগস্ট বুধবারে, ঢাকার ধানমণ্ডি এলাকায় পরিচালিত হয় ক্র্যাক প্লাটুন খ্যাত গেরিলা দলের শেষ অপারেশন 'অ্যাটাক অন দ্য মুভ'। এই অপারেশনের পর ২৯ ও ৩০ আগস্ট শহিদ জননী খ্যাত জাহানারা ইমামের জ্যেষ্ঠপুত্র শাফি আহমেদ রুমিসহ আরও কয়েজন গ্রেফতার হন। পরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।
- ক্র্যাক প্লাটুনের উল্লেখযোগ্য সদস্য: আবুল বারক আলভী, আজম খান, নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, শহিদ বদিউজ্জামান, বদিউল আলম বদি, বীর বিক্রম; মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীর বিক্রম; রাইসুল ইসলাম আসাদ, শহিদ শাফী ইমাম রুমী, বীর বিক্রম; চিত্রশিল্পী শাহাবুদ্দিন আহমেদ।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দেশসমূহ

- **প্রথম দেশ:** ভুটান (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, সকালে)
- **দ্বিতীয় দেশ:** ভারত (৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, দুপুরে)
- **সর্বশেষ দেশ:** ব্রুনাই
- **প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ:** মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)
- **প্রথম আরব দেশ এবং প্রথম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ:** ইরাক (৮ জুলাই ১৯৭২)

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী দেশসমূহ

- **প্রথম মুসলিম দেশ, আফ্রিকান দেশ, অনারব মুসলিম দেশ:** সেনেগাল (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)
- **প্রথম ইউরোপের দেশ:** পূর্ব জার্মানি (১১ জানুয়ারি ১৯৭২)
- **প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ:** পূর্ব জার্মানি
- **প্রথম আমেরিকান দেশ:** কানাডা
- **প্রথম ওশেনিয়ার (অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের) দেশ:** টোঙ্গা

স্বীকৃতির সময়কাল

- **২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২:** সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)
- **৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২:** যুক্তরাজ্য
- **১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২:** জাপান
- **১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২:** ইতালি

স্বীকৃতির সময়কাল

- **১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২:** ফ্রান্স
- **৪ এপ্রিল, ১৯৭২:** যুক্তরাষ্ট্র
- **২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪:** পাকিস্তান
- **১৬ আগস্ট, ১৯৭৫:** সৌদি আরব
- **৩১ আগস্ট, ১৯৭৫:** চীন

ভাস্কর্য

জাগ্রত চৌরঙ্গী	আব্দুর রাজ্জাক
অপরাজেয় বাংলা	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	শামীম শিকদার
সংশপ্তক	হামিদুজ্জামান খান
শাবশ বাংলাদেশ	নিতুন কুণ্ড
বিজয় ৭১	শ্যামল চৌধুরী
স্মারক ভাস্কর্য	মুর্তজা বশীর

ভাস্কর্য

মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমদ
অদম্য বাংলা	গোপাল চন্দ্র পাল
দুর্জয়	মৃণাল হক
চেতনা – ৭১	মোহাম্মদ মইনুল
চেতনা – ৭১	মোবারক হোসেন
স্বাধীনতা	হামিদুজ্জামান খান
একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি	রাসা

ভাস্কর্য

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সৈয়দ মঈনুল হোসেন
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	তানভীর কবির
রায়েরবাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ	ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও জামি-আল-শাফি
রাজারবাগ স্মৃতিসৌধ	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি
রক্তসোপান	হামিদুজ্জামান খান
রক্ত ধারা	চঞ্চল কর্মকার

- শিখা অনির্বাণ – ঢাকা সেনানিবাস
- শিখা চিরন্তন – সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
- মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর – আগারগাও
- স্বাধীনতা স্তম্ভ - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (কাশেফ মাহবুব চৌধুরী ও মেরিনা তাবাসসুম)
- ভূগর্ভস্থ স্বাধীনতা জাদুঘর - সোহরাওয়ার্দী উদ্যান (কাশেফ মাহবুব চৌধুরী ও মেরিনা তাবাসসুম)

- বিজয় কেতন – ঢাকা সেনানিবাস
- রক্তসোপান – রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর
- বিজয় গাঁথা – রংপুর সেনানিবাস, রংপুর
- মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে উঁচু ভাস্কর্য – বীর (৫৩ ফুট); নিকুঞ্জ, ঢাকা; ডিজাইনার – হাজ্জাজ কায়সার

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সকালে ব্রিটেনের বিমানবাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছেন। বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতি ভি.ভি. গিরি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের নতুন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসেন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২।

ধন্যবাদ